R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

**বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী**

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

**সনৎ ব্যানার্জী**
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
( সি পি এম অফিসের সামনে )

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

**দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন**

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল।
৫ই এপ্রিল, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

## সাগরদীঘি হাসপাতালে ওয়ার্ক কালচার পদদলিত

সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তৈরীর কাজ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ ৫/৬ বছর কোন অজ্ঞাত কারণে চালু না হওয়ায় বছর দুয়েক আগে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ একরকম বাধ্য হয়েই পনের বেডের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিভাগটি তিরিশ বেডের গ্রামীণ হাসপাতাল ভবনে স্থানান্তরিত করেন। ডাক্তার পোষ্টিং করা হয় আটজন, সেই অনুপাতে নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারী দেওয়া হয়। তবুও চালু হয় না গ্রামীণ হাসপাতাল। চলতে থাকে গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এইভাবে চলার মধ্যেও সুন্দর ওয়ার্ক কালচার গড়ে উঠতে পারত। কম বয়সী কয়েকজন ডাক্তার সেই চেষ্টাও করছিলেন। রোগী ভর্তি, সময়ে ভিজিট, হাইড্রোসিন, এ্যাপেনডিস জাতীয় অপারেশন ইত্যাদি করতে গিয়ে তরুণ ডাক্তারদের নাজেহাল হতে হয়। অথচ গরীব রোগীদের জন্য কম খরচে এই সমস্ত অপারেশন ছিল ফলপ্রসূ। এর পর রোগী ভর্তি করলে নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিশ্রম হবে এই ভয়ে এমন এক পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে যাতে ভর্তির সংখ্যা একেবারে কমে গিয়েছে। রোগীর অভিভাবকদের হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসা মাত্র নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের দিয়ে এমন বুলি শেখানো হয় যাতে অভিভাবক রোগীকে ভর্তি না করে প্রেসক্রিপসন করে নিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পূর্বের রেকর্ড ভেঙ্গে উৎপাদনের শিখরে

ফরাক্কা, ৪ এপ্রিল : ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পূর্বাপূর্ব বছরের তো বটেই, এমন কি ১৯৯৩-৯৪ এর উৎপাদনের রেকর্ড ভেঙ্গে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করেছে। যে সব রেকর্ড এই প্রোজেক্ট ভেঙ্গেছে সেগুলি হলো—বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ বছরে উৎপাদিত হয়েছে ৪২৮২·১১ মিলিয়ন ইউনিট। পূর্ব বছরের (১৯৯৩-৯৪) এর চেয়ে এই উৎপাদন ৭০৭·১৬ মিলিয়ন ইউনিট বেশী। এ বছরে প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর ১৯৯৩-৯৪ এর ৬৮·০২% থেকে ১৯৯৪-৯৫ এ দাঁড়িয়েছে ৮১·৪৭% অর্থাৎ জাতীয় গড়ের চেয়ে ৬০% বেশী তেল খরচ ৯৩-৯৪ এ ছিল ১·৭ মিলিলিটার। এ বছর তা কমে হয়েছে মাত্র ·৮১ মিলি-লিটার। যার ফলে প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয় কমান গিয়েছে। কয়লার ক্ষেত্রে মেরি-গো-রাউণ্ড রেল লাইন চালু করে কয়লা আনা গিয়েছে ৯৩-৯৪ এর ৩৪৪৭৫৭৫ মেট্রিক টনের স্থলে ৪৪৯৩৪৬৮ মেট্রিক টন ১৯৯৪-৯৫। ১৯৯৩-৯৪ এর ৩০২৮ কে সি এ এল কেজির তুলনায় ৯৪-৯৫ এ ২৯৮৫ কেজি ক্যালোরিফিক ভ্যালু কম হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৬০০ মেগাওয়াট পাওয়ার হাউসের উৎপাদন থেকে প: বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, সিকিম, ডি ভি সি এবং অন্ধ্রে পাঠানো সম্ভব হয়েছে ৪০০ কেভি ফরাক্কা—জিরাট, ফরাক্কা—দুর্গাপুর, ফরাক্কা—কহল গাঁ এবং ২২০ কেভি ফরাক্কা—লালমাটিয়া ট্রান্সমিশন লাইনের মারফৎ। ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে।

## জহর রোজগার যোজনার টাকা খরচ করা যাচ্ছে না গণ্ডগোলের জন্য

আহিরণ : গত ১৬ মার্চ সুতি ১নং ব্লকের বিডিও-র নির্দেশে বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোঃ ইলিয়াস এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। কিন্তু ঐ দিন সভায় আসতে বিডিও-র দেরী হওয়ায় কিছু লোক তাঁকে কৈফিয়ৎ তলব করেন। এতে বিডিও উত্তেজিত হয়ে কোন কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নন বলে জানান। তিনি আরও বলেন জহর রোজগার যোজনার ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## এ উপেক্ষায় কর্ম্মকর্তাদের জ্ঞানের অভাব প্রকট হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক : আগামী ৭ থেকে ১২ এপ্রিল জঙ্গিপুর পুরসভার ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে বলে ঘোষিত হয়েছিল। এর মধ্যে মুসলীম বিবাহগীতি, চাঁইদের বিবাহ-গীতি, এমন কি মালদহের গম্ভীরা গানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু জঙ্গিপুর মহকুমার সুপ্রাচীন দুটি বহুল প্রচারিত লোক সঙ্গীতকে কোন রকম স্থান দেওয়া ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## জঙ্গিপুর পুরসভায় সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর

বিশেষ সংবাদদাতা : জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ১১ মার্চ এর আদেশক্রমে জঙ্গিপুর পুরসভার আসন হলো ২০টি। এখনও ওয়ার্ড বিভাজন অর্থাৎ কোন মহল্লা কোন ওয়ার্ড হবে তা নির্দিষ্ট হয়নি। তবে সেই আদেশে ৫, ৭, ৯ তিনটি ওয়ার্ড সিডিউল্ড কাষ্টের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে ৫নং হয়েছে সিডিউল্ড মহিলার জন্য। ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো বারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল

## ॥ অরণ্যে রোদন ? ॥

গত ২রা এপ্রিল 'বর্তমান' দৈনিক সংবাদপত্রে একজন 'শববাহীর কাতর আবেদন' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাম সৈয়দ রেয়াজুদ্দিন, সাং বিজয়রামপুর, পোষ্ট, আঃ+থানা সুতাহাটা, জেলা মেদিনীপুর। তাঁহার আবেদনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

'....আমার জীবিকা, মৃতদেহ ভ্যানে বহন করিয়া তমলুক মর্গে পৌঁছাইয়া দেওয়া, আমি দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ সুতাহাটা থানা, দুর্গাচক থানা এবং হলদিয়া রেলের থানার মৃতদেহ বহন করিয়া তমলুক মর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেছি। উক্ত মৃতদেহ বহন করিয়া আমার এবং আমার পরিবারবর্গের জীবন জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। অধীন অত্যন্ত দরিদ্র। অধীনের কোনও জমিজমা নাই। অধীন গত ইং ১৯৯৩ সাল হইতে ইং ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১০০টি বিল সরকারের কাছে অর্থাৎ হলদিয়া মহকুমা শাসক মহাশয়ের নিকট জমা দিয়াছে। ওই বিলের টাকা অদ্যাবধি পাই নাই। উক্ত বিলের টাকা অদ্যাবধি না পাওয়ায় অধীন ও অধীনের পরিবারবর্গকে অনাহারে প্রাণ হারাইতে হইবে। এই কি জনদরদী, গরিবদরদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি এবং আদর্শের নমুনা? .....।'

সৈয়দ রেয়াজুদ্দিনের বক্তব্য হইতে বুঝা যায় যে, তিনি মর্গে শববহন করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য সরকার হইতে পারিশ্রমিক পান। আর প্রাপ্ত পারিশ্রমিক দ্বারা তিনি সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। কিন্তু তিনি ১০০টি বিল জমা দিয়াও এ পর্যন্ত টাকা পয়সা পান নাই। ঐ সব বিল হলদিয়া মহকুমা শাসক মহোদয়ের নিকট তিনি জমা দিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

সৈয়দ রেয়াজুদ্দিন যে সব বিল জমা দেন, তাহাতে যদি কোনও ভ্রান্তি থাকিয়া থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া বিলমত টাকা পয়সা তাঁহাকে দেওয়া যাইত। কিন্তু 'আবেদন'-এ লিখিত বিষয় হইতে ইহা জানা যায় নাই। সরকারী অফিসে লালফিতার ফাঁস বলিয়া একটি কথা শুনা যায়। এই দরিদ্র শববাহী সেই খপ্পরে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সৈয়দ রেয়াজুদ্দিন এতদিনকার প্রাপ্য পারিশ্রমিক কেন পান নাই, তাহার বহুবিধ কারণ সরকারী তরফ হইতে দেখান যাইতে পারে। অথবা ইহাকে 'কাগুজে প্রচার' বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকাশিত আবেদনে লেখক তাঁহার নাম-ধাম-ঠিকানা লিখিয়াছেন। ইহা 'কাগুজে প্রচার' নহে। সামান্য এক শববাহীর 'কাতর আবেদন'-এর ব্যাপারে উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক নেতাদের সময় নষ্ট করা হয়ত সম্ভব নহে। তাই আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কীভাবে হইতে পারে, তাহাই ভাবিবার কথা।

## সেইদিন থেকে আজ ঃ
## জঙ্গিপুর পৌর শহরের চেতনাবোধ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভা প্রথম গঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন চালু হওয়ার ঠিক ৫ বছর পরে। সেদিক দিয়ে দেখলে এই পৌরসভাকে সর্বপ্রাচীন বলতে হয়। তৎকালীন বৃটিশ সরকার এদেশের মানুষকে স্ব-শাসনে অভ্যস্থ করাতে এই পৌরসভার মধ্যে দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। প্রথম পর্য্যায়ে উপদেষ্টা কমিটিগুলি গঠিত হয় সরকারী আমলাদের নিয়ে। পরবর্তীতে ১৮৮৪ তে তিন আইন পাশ হওয়ার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে সরকারের অনুমোদিত কয়েকজনকে নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। তখনও পুরপতির নির্বাচন চালু হয়নি। সরকারী অনুমোদনেই বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায় (জমিদার) এবং জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ভোলানাথ সরকার হলেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নির্বাচন প্রথা চালু হলেও ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এই বাবুরাও প্রশাসনে যোগ দিতে এগিয়ে আসতেন না। তাই এই দুজনেই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে প্রথম ব্যাপক সাড়া জাগলো কিন্তু তার সুযোগ গ্রহণ করলেন এই বাবু শ্রেণী। বাবু রামযদু রায় হলেন চেয়ারম্যান। এইভাবেই চলছে ১২৫ বছর ধরে এই বাবুদের অর্থাৎ বিশিষ্ট জমিদার, নায়েব নাজিম, আইনজীবী এলিটদের প্রবল প্রাধান্য। মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষের চাপ যে আসেনি তা নয়, কিন্তু তা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। আবার ১৯১৯ সালের নির্বাচনের পর এই বাবুদের প্রতিনিধিরাও ঐক্যমত্য না হতে পারায় সরকারী নমিনি মহকুমা শাসক লালবিহারী দাস চেয়ারম্যান হন। অবশ্য এক বছর বাদেই বাবুরা তাঁদের হৃত ক্ষমতা ফিরে পেতে বাধ্য হয়ে একমত হয়ে আইনজীবী দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করেন। আর একবার ১৯৩৯ তে জমিদার কালীচরণ সিংহ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে মারা গেলে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে হাউসতুল্লা সেখ চেয়ারম্যান পদ পান। তবে এতকাল ধরে যে সাধারণ মানুষ চুপ করেছিল তা নয়। দেখা যায় ১৯০৯ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে এমনভাবে কিছু কিছু অত্যাচার সহ্য করতে হয় যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত এই বাবু প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সেই সময় বাবুরা নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখতে এবং সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে এক আইন করেন যে বছরে দেড় টাকা ট্যাক্স না দিলে কেউই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। এদিকে বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষের ট্যাক্স খুব সামান্য রেখে তাঁদের প্রতি দয়া দেখানোও হতো, আবার বিক্ষুব্ধ কাউকে নির্বাচনে দাঁড়ানো থেকে বাধা দেওয়াও হতো। এর ফলেই বাবুদের একচেটিয়া ক্ষমতা দখল সহজ হয়ে পড়েছিল। এই সময়ই তাঁরা এই রকম এক অতিদরিদ্র হলেও বাবু অগ্রাহ্যকারী মানুষ কার্তিকচন্দ্র সাহাকে আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এবং আর্থিক কষ্টে ফেলে শায়েস্তা করতে তাঁর ট্যাক্স বাড়িয়ে দেন। কার্তিক প্রথম অনেক আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পান না। শেষ পর্যন্ত দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের পরামর্শক্রমে ট্যাক্স দিয়ে সেই সুযোগ নিয়ে বাবুদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়াবার সুযোগ নিতে তৈরী হন। ভাগ্যগুণে সুযোগ এসেও যায় ১৯২০ খ্রীঃ নির্বাচিত কমিশনার ইন্দ্রচন্দ্র মুখার্জীর মৃত্যুর পর। কার্তিকচন্দ্র সাহা এই ওয়ার্ডে বাবু পার্বতীচরণ সেনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই সময়টিকেই বলা যেতে পারে পুর সাধারণ মানুষের চেতনার প্রথম প্রকাশ বাবু শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দাদাঠাকুরের বুদ্ধিবলে এবং সক্রিয় সহযোগিতায় কার্তিক সাহা বিপুল ভোটে জয়ীও হন। সাধারণ ক্ষুব্ধ মানুষের অন্তরের বাবুবিরোধী ক্ষোভ প্রকাশিত হলো এই নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু বাবু শ্রেণীও সহজে পরাজয় মানতে চাইলেন না। তাঁরা এই বিষকণ্টক তুলে ফেলতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেন কার্তিক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, তাঁর দ্বারা পুরো প্রশাসনে অংশ গ্রহণ সম্ভব নয় ও শোভন নয়। দাদাঠাকুরের সক্রিয় হস্তক্ষেপে বাবুদের এ প্রচেষ্টাও টিকলো না এবং কার্তিকের নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষিত হলো। কার্তিক যতদিন কমিশনার ছিলেন ততদিন বাবুদের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদে মুখর ছিলেন। ১৯২৫ এ পরবর্তী নির্বাচনে বাবু দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় চেয়ারম্যান হন। সেই সময়ের সাধারণ মানুষ যে পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন তার (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ফটো

*অনুপ ঘোষাল*

গাঁয়ের গরিব মানুষের বহুদিনের শখ ছিল, একটা 'ফটোক' তোলে জীবনে। পৃথিবীর পথে চলতে চলতে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছেও কতজনের জানা হয়নি, সে দেখতে কেমন! আয়না কেনারই পয়সা জোটে না, তার আবার ক্যামেরার ছবি!

টাউনে টকি দেখতে গিয়ে কাদির মিঞা পানবিড়ির দোকানে ঝোলানো আয়নায় একবার ফ্রি দেখে নিয়ে নিজে কেমন জানার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। যতবার তার শ্রীমুখখানি আয়নার সামনে ফিট করতে যায় ততবারই কোন শৌখিন চ্যাংড়া ওর চেহারার ছিরি দেখে ছিটকে ফেলে দিয়ে নিজের হেয়ারিটি টেনে বেরিয়ে যায়। একবার, দুবার, তিনবার —নাঃ হল না। রাগে দুঃখে আর আয়নার সামনে যায়নি। গাঁয়ের পুকুরের ঘোলা জলে মুখখানা ঠিক ভাসে না। ছবি ঘুলিয়ে যায়। দেশে হল না, বিদেশে আর একবার সুযোগ পেয়েছিল।

গঞ্জে তালুক পুকুর। সেখানে টলটলে জল। জলে মুখ দেখলে তো কেউ বাধা দেবার নেই। পা টিপে টিপে যেই মুখখানাকে জলের সামনে ধরবে, অমনি এক মেয়ে কলসি ডুবিয়ে জল নড়িয়ে দিলে। ঢেউ-এর পর ঢেউ। ছবি ভেঙে চুরে দুলতে লাগল। কলসি উঠতেই আর একজন স্নান করতে নেমে পা আছড়াতে লাগল। মুখচ্ছবি দুমড়ে গেল। জিদ চেপে গেছে। নিজেকে দেখতে কেমন, সে জানবেই। পুকুরটি বিশাল। অন্যপাড়ে ঘাট নেই। না থাকুক, সেখানে কারুর হুজ্জোতও নেই। পাড় বেয়ে জলের কাছে পৌঁছতেই পা পিছলে গলা ডুবিয়ে হাবুডুবু। একটু সামলে নিয়ে জলে চাপড় দিয়ে জলকে যত বলে দাঁড়া, ছবি নেচেই চলে।

অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে কাদির মিঞা ভেবেছিল, এ জীবনে আর জানা হল না কেমন দেখতে তাকে। তার আব্বাও অন্তেকালের সময় বলেছিল, 'ক্যামুন দেখতি ছিল্যাম, জানতি পারল্যাম না বাপ্। চলি গেল্যাম।'

আশ্চর্য ব্যাপারটা। পৃথিবীর সক্কলে— বিবি, ব্যাটাবিটি সবাই জানল, আব্বানানাও জানত সে দেখতে কেমন। শুধু সে নিজেই জানতে পারেনি। মেলায় দশ টাকায় ছবি দেয়। সে পথে যায়নি, তারও একটা গপ্প আছে। তার ছোট নাদির, সেও জানে না নিজেকে দেখতে কেমন। একবার মেলায় গিয়ে সে একটা ছবি তুলে নিয়ে এল। লজ্জায় কারুকে দেখায় না, সবাই ভাববে— খুব বাবু হয়েছে। তাই কাদিরকে ডেকে চুপি চুপি একদিন বললে, 'বড় ভাই, দেখি যাও। একটা ম্যাজিক। আমার ফটোক্।' কাদির দেখে চমকে উঠল, 'অ্যাঁ! এ যে পলাশপুরের মাধব মুখুজ্যে। তোকে কে দিলে? হামি ইয়াকে চিনি হে।' নাদির লজ্জায় মুখ লাল করে বললে, 'হামার লয়? ঠকিং দিয়্যাছে। তখুনি দেখি বুলল্যাম, হামার দাড়ি কই? তো ফটোকঅলা বুললে, ক্যামেরাতে দাড়িটুকু ফসকে গিয়্যাচে, আর সব ঠিক আচে; ওতিই হবে, লিয়ে যাও।' ছবি না তুলে পুরনো প্রিন্ট হাতে ধরিয়ে পকেট কেটে নিয়েছে ফটোকওয়ালা। তাই 'ইষ্টুডি'-কে বিশ্বাস করে না কাদির।

চেষ্টা যে করেনি, তা নয়। একবার দেড় টাকা দিয়ে কাদির মিঞা আয়নাই কিনে ফেলেছিল একটা। রাস্তায় আর খোলেনি। একেবারে বাড়ি এসে জানবে, নিজে কেমন। ঘরের দরজা ভেজিয়ে যেই না কাগজের মোড়কটা খুলে চোখের সামনে ধরেছে কাদির মিঞা, ভূত দেখার মত আঁ আঁ শব্দ করে দাঁতকপাটি! চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জানা গেল, ঢেউ খেলানো কাঁচে গালফোলা চেহারা বেঁকে চুরে ভেসে উঠছিল। ভূতপ্রেত ছাড়া মানুষ বলে কারুর বিশ্বাসই হবার যো নেই। তাতে কেউ মামদোভূত, কেউ শাঁকচুন্নি, বড়জোর কেউ ব্রহ্মদত্যি। শস্তার আয়নায় নাকি এমনই দস্তুর।

এবার আর ফাঁকি নেই। কাদির মিঞা, হারাণ মণ্ডল, আলম সেখ আর চরণ বাগদি— কারুর শখ মিটতে বাকি থাকবে না। বুথের সামনে লম্বা লাইন পড়ছে। একদিনের মুনিষখাটা থাক। সরকারের ক্যামেরায় ছবি উঠুক! সাচ্চা ছবি। হোক না চোখ কোটরে ঢোকা, গাল তোবড়ানো। তবু নিজেকে জানার সুখ, আহ্! চোখ বুজলে পরিচয়পত্রটা নাতি দেয়ালে সেঁটে গড় করবে সাঁঝ-সকালে।

## প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিক্ষোভ

সাগরদীঘি ঃ গত ২৩ মার্চ স্থানীয় পঃ বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে চক্র সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সেইদিনই বহরমপুর শহরে জেলা সভাপতি অরুণ দাস ও সম্পাদক মোঃ একরাম আলি মণ্ডলের নেতৃত্বেও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।


## জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—*বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'* (রেডিমেড পোষাকের দোকান) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন ঃ ৬৬২৪৯


## পৌর শহরের চেতনাবোধ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আভাষ পাওয়া যায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর পৃষ্ঠা থেকে। নির্বাচিত ১২ জন প্রতিনিধির সঙ্গে সরকারী অনুমোদিত ৬ জন প্রতিনিধি নেওয়া হতো। সংবাদপত্রে এই ৩ জনকে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্য থেকে বেছে নিতে সরকারের কাছে দাবী করা হয় বলে দেখা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণ চেতনা জাগলেও বাবু ও এলিটদের প্রভাবে মানুষ মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হন। মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং গোষ্ঠী এর ফলেই ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর এক গোষ্ঠী প্রশাসন চালিয়ে যান, তাঁর বামপন্থী ইমেজকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু বাবু শ্রেণীর মানস-সম্পন্ন মুক্তিপদবাবু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মন্ত্রীত্ব পেলে বামপন্থীদের মোহমুক্তি ঘটে। তাঁরা সাধারণ মানুষের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ১৯৬৪ তে মুক্তিবাবু এবং তাঁর গোষ্ঠীকে পরাজিত করেন। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও বামপন্থীদের কৌশল অবলম্বন করে প্রাণগোপাল চ্যাটার্জীকে মক্তিবাবুর দল থেকে সরিয়ে এনে চেয়ারম্যান করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু এ একটা স্বল্পকালীন সাধারণ চেতনাসম্পন্ন মানুষের বিক্ষোভ বলা চলে। যাকে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরা বামপন্থী ভাবাবেগ তুলে ও নিজেদের সেই ময়ূরপুচ্ছ সাজিয়ে ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জীর চেয়ারম্যানশিপে সুদীর্ঘকাল প্রশাসন দখল করে রাখেন। নির্বাচনও সে সময় হয় না—দীর্ঘ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত সারা রাজ্যে গণচেতনার ঢেউয়ে বামফ্রন্ট রাজ্য প্রশাসন দখল করলে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বাম সরকার জঙ্গিপুর পুরসভা অধিগ্রহণ করেন। (মেমো নং ৬৮৩/সি-৪/এম-১/এম-৪৭/৭৯ তাং ১৭ আগষ্ট ১৯৭৯)। এর পর থেকে নানা টালমাটাল এবং বাবু কাল-চারের শেষ ধ্বজাবাহী কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করে আজও বামফ্রন্ট পরিচালিত বোর্ড প্রশাসনে রয়েছে। দোষে গুণে হলেও কর্মকর্তারা আর যায় হোক বাবুশ্রেণীর মানুষ নন, তাঁরা সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বা দাবী জানাতে সাধারণ মানুষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয় পুর প্রশাসনের কর্মীরাও নিজেদের দাবী-দাওয়ার জন্য সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছেন। ১২৫ বছরের শেষে আজ সাধারণ মানুষের চেতনায় পুরসভা যে তাঁদেরও এ বোধ জাগ্রত হয়েছে।

### প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

সাগরদীঘি : এই থানার পূর্বচক্রের নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গত ২৬ মার্চ হলদি নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুল গৃহে সংগঠনের সার্কেল সম্মেলন করেন। সভাপতিত্ব করেন নিত্যসন্তোষ চৌধুরী। বক্তারা শিক্ষকদের ও শিক্ষণ বিষয়ের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনে ১৬২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

### সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

১, ৪, ১০, ১৩, ১৬, ১৯ এই ছয়টি আসন সাধারণ মহিলা আসন হয়েছে। বাকী আসন সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আসন বিভাজন কিভাবে হবে তা ঠিক করবেন পুরপ্রশাসন এবং পরে তা মঞ্জুরীর জন্য পাঠাবেন। অবশ্য এই আসন সংক্রান্ত বিভাজনের বিরুদ্ধে আপত্তি বা অন্য কোন অনুরোধ আদেশ জারীর তারিখ থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে করা যাবে ও সে সব বিবেচনার পর পরিপূর্ণ আদেশ জারী করা হবে বলে খবর।

### জ্ঞানের অভাব প্রকট হয়েছে ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

হয়নি। এ দুটি হলো আলকাপ ও পানসই। পানসইকে মনে রাখতে না পারার কারণ পানসই বর্তমানে একরূপ অবলুপ্তপ্রায়। একমাত্র ধুলিয়ান অঞ্চলে সারা বৈশাখ মাস হরিনাম সংকীর্তনের সাথে সাথে রাতে পানসই গান শোনা যায় এবং কখনও কখনও দু'একটি আসর বসে। কিন্তু আলকাপ তো এখনও জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র পঞ্চরস নামে খ্যাত হয়ে রীতিমত আসর মাতিয়ে রেখেছে। তবে এ দুটিকে বাদ দেওয়া হলো কেন? এতে কর্মকর্তাদের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি?

Wanted two Honours Graduate trained teacher Preferably Science for an English Medium School. Candidates are requested to appear before the Selection Committee on 23-4-95 (Sunday) at 10 a. m. with all testimonials. Secretary, Ideal Education Mission (Near D. N. College) Aurangabad, Murshidabad.

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার পীঠস্থান

মির্জাপুর সংলগ্ন বাছুরাইল গ্রাম

আগামী ২২শে বৈশাখ থেকে

২৪শে বৈশাখ লীলারস ও সংকীর্তানুষ্ঠান

২৫শে বৈশাখ

॥ বিরাট মেলা ॥

মেলা প্রাঙ্গণে ঐ ক'দিন ২৪-প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস সংকীর্তনানুষ্ঠানে অংশ নেবেন পঃ বঙ্গের জনপ্রিয় বেতার শিল্পী শ্যামলী দাসী ছাড়াও বেশ কয়েকজন নামী শিল্পী।

সুপ্রাচীন এই মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে সকলকে জানাই হার্দিক আমন্ত্রণ।

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

### ওয়ার্ক কালচার পদদলিত ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

যেতে পারেন। হচ্ছেও তাই। এক শ্রেণীর ডাক্তারও এই ওয়ার্ক কালচার বিনষ্টকারী চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে ডিউটি কমে যাচ্ছে এবং বেশীর ভাগ সময়ে নিজেদের বাসায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমে উঠছে। অন্যদিকে ভুল চিকিৎসা এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলার দায়ে হাসপাতালে ভাঙচুর তথা মারধোরের ঘটনা একাধিকবার ঘটে গেছে। আউটডোরে আট জন ডাক্তারের মধ্যে গড়ে মাত্র দু'জন ডিউটি করেন—তাও মাত্র দু'ঘণ্টা—সকাল নটা থেকে এগারটা। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে তোয়াক্কা না করে অধিকাংশ চিকিৎসক বাড়ী চলে যান অথবা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। যেটুকু ওষুধ আসে তাও ঠিকমত দেওয়া হয় না। দু'ঘণ্টার বাইরে ডাক্তার দেখাতে হলে জি ডি একে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের বাসায় যেতে হয়। ভর্তির ব্যাপার থাকলে বাসায় ভিজিট দিয়ে দেখাতে পারলে তাড়াতাড়ি হয়। নইলে নয়।

ইনডোরেও ভিজিট ঠিকমত হয় না। বাসা থেকে ডাক্তার ডেকে এনে (দু'একজন বাদে) রোগীকে দেখাতে হয়। প্রেসক্রিপসনের ওষুধ, যেগুলো নিজেদের কিনতে হয়, ঠিকমত দেওয়া হয় না। জিজ্ঞেস করলে কর্তব্যরতা নার্সদের কেউ কেউ দুর্ব্যবহার করেন। নতুন ভর্তি রোগীর জন্য ডায়াটের ব্যবস্থা থাকলেও সরবরাহ করা হয় না। সাধারণভাবে যে ডায়াট দেওয়া হয় তাও মাসে দু'একদিন মাছ বাদে বেশীর ভাগ নিরামিষ দেখার কেউ নাই, বলারও কেউ নাই।

হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে, নার্স আছে, আছে প্রচুর কাজের লোক। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে, যাতে কাজের ইচ্ছা এবং পরিবেশ দুই-ই আজ পদদলিত। স্থানীয় জনসাধারণ অবিলম্বে গ্রামীণ হাসপাতাল চালু করে সাগরদীঘি হাসপাতালে কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং অপারেশন থিয়েটারে সাধারণ অপারেশন চালু রাখার দাবি জানাচ্ছেন।

### টাকা খরচ করা যাচ্ছে না ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

২ লক্ষ টাকা মার্চের মধ্যে খরচ করতে হবে। তাই তিনি জরুরী বৈঠকের আদেশ দেন। বিরোধী সদস্যরা আপত্তি জানিয়ে বলেন বর্তমানে প্রধানের টাকা খরচের কোন অধিকার নাই। কেন না গত ২ জুন প্রধানের নামে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলেও তিনি সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা আজও নেননি। এমন কি মহামান্য হাই কোর্ট গত ৬ জুলাই এক আদেশবলে প্রধানকে অবৈধ ঘোষণা করলেও তিনি সে নির্দেশও মানেননি। বিডিও বিরোধীদের এই দাবী বাতিল করে বলেন প্রধানের বৈধ টাকা খরচের অধিকার আছে। বিরোধীরা তাঁদের সমর্থন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের বলে দাবী করে প্রমাণ দিতে চাইলেও বিডিও সে প্রস্তাবে কান দেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বুঝতে পেরে সভার নোটিশ প্রত্যাহার করে হাই কোর্টের নির্দেশমত এই সভা ডাকা অনুচিত হয়েছে বলে খাতায় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বিরোধী পক্ষ দাবী করেন পূর্বে ১৯ জুলাই, ২৪ আগষ্ট সদস্যরা টাকা আত্মসাতের যে অভিযোগ আনেন তা বিডিও অনুসন্ধান করেননি। ফলে সদস্যরা গত ৯ সেপ্টেম্বর ডি-এম-কে লিখিত অভিযোগ জানান। এই প্রধানের কার্য্যকালে অঞ্চলে বহু টিউবওয়েল অকেজো থাকা সত্ত্বেও তা সংস্কার করা হয়নি। রাস্তাঘাটও মেরামত হয়নি। এই সময় বিডিও সভা বাতিল করে চলে যেতে গেলে দেখা যায় পঞ্চায়েত অফিসের গেটে তালা বন্ধ এবং বেশ কিছু মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে নানা শ্লোগানে মুখর। কংগ্রেসীদের অভিযোগ সিপিএম প্রধান স্কুল বিল্ডিং সংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে টাকা খরচ দেখিয়ে প্রচুর ভুয়া বিল করেছেন, তা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সে ব্যাপারে বাধা দেবার জন্যই সিপিএম এই বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। শেষে রীতিমত হেনস্থা হয়ে অনেক কষ্টে বিডিও চলে যান। বিডিও এই ঘটনায় সুতি থানায় কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে খবর।